কালীগঞ্জে কৃষি প্রকল্পের উপর কর্মশালা

কালীগঞ্জে পানি সাশ্রয়ী কার্ষকারী কৃষি প্রকল্পের উপর কৃষকদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্টিত হয়েছে। সেচ্ছাসেবী সংগঠন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গতকাল বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সন্মেলন কক্ষে অনুষ্টিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু। কর্মশালাতে উপজেলার দুই ইউনিয়নের ২০ টি গ্রামের কৃষক প্রতিনিধি ও উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ গনমাধ্যমের কর্মীগণ অংশ নেন।

জাপান ভিত্তিক শেয়ার দ্যা প্লানেট এ্যসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহার সভাপতিত্বে কর্মশালাতে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন।

কর্মশালার শুরুতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস জানান, জাপান ফান্ড ফর গ্লোবাল এর অর্থায়নে তারা পানী সাশ্রয়ী চাষাবাদে কৃষকের আগ্রহী করতে কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে ২০ টি গ্রামের ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ জমির মাটি পরিক্ষা করানো হয়েছে। কৃষকদের মাঠের ওই জমিতে পানী সাশ্রয়ী চাষের জন্য বিনা খরচে ১২৫ টি মিনি পুকুর কেটে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তারা কৃষকদের ভার্মি কম্পোষ্ট সার তৈরিসহ নানা কাজে সহযোগীতা করে আসছেন।

কর্মশালাতে উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে আশরাফুল ইসলাম ও কমলেশ শর্মা জানান, তাদের মাঠের ক্ষেতে পানি সাশ্রয়ী এ প্রযুক্তি গ্রহণ করে তারা বেশ লাভবান হয়েছেন। প্রতি বিঘা জমিতে তারা প্রায় ৬ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে পেরেছেন।

কর্মশালাতে আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আতিকুল ইসলাম, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জামির হোসেন, বিআরডিবি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সমাজ সেবা কর্মকর্তা কৌশিক খান ও কৃষি কর্মকর্তা ছাড়াও উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

সুস্থতার জন্য দোয়া

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে কালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশনা হাজী শহিদুল ইসলামের শারীরিক সুস্থতার জন্য বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে এ দোয়ার আয়োজন করা হয়। প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নবচিত্র পত্রিকার জীবননগরের প্রতিনিধি চাষী রমজান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের উপদেষ্ঠা মহাম্মদ আলী, হাসাদাহ বাজারের বিশিষ্ঠ কিটনাশক ব্যবসায়ীক হাজী কুতুব উদ্দীন মিয়া, হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্ঠা শুকুর আলী মন্ডল, হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জুম্মাত আলী মন্ডল,

হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি শামসুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন, কোষাধ্যাক্ষ বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তার সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য বিপলু রহমান, লিমন হুসাইন, শাহবদ্দীন খান, জিয়ারুল রহমান জিয়া প্রমুখ।

দোয়া পরিচালনা করেন মনোহারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়োর শিক্ষক ও হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ।

মেহেরপুরের গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সাব-জোনাল অফিসের ভুতুড়ে বিলে দিশেহারা হামিদুল

মেহেরপুরের গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সাব-জোনাল অফিসের ভুতুড়ে বিলে দিশেহারা হামিদুল নামের একটা চা বিক্রেতা। চা বিক্রেতা হামিদুল ইসলাম ছাতিয়ান কামার পাড়ার বাসিন্দা এবং বাজারে তার একটি ছোট্ট

চায়ের দোকান রয়েছে।

হামিদুল ইসলামের অভিযোগ, আমি একটি ছোট্ট চায়ের দোকানদার। সে গত আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ দেখিয়ে বলে আমার বাড়ির বিচারে প্রতি মাসে ৪শত থেকে ৫শত টাকা বিল আসে।

হঠাৎ করে জানুয়ারি মাসে আমার নামে বিল আসে ১২ হাজার টাকা। আমি অফিসে গিয়ে ডিজিএম কম স্যারের কাছে অভিযোগ দিলে তিনি অফিসের এক নারী সদস্যকে ডেকে কী যেন বলল। ওই নারী সদস্য আমাকে একটি ৫ হাজার টাকার বিল এর কাগজ হাতে ধরিয়ে বলল তিন মাসের কিস্তি করে পুরো বিলটি শোধ করে দিবেন।

আমি কিভাবে এই বিল পরিশোধ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। এ সময় অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, এই অফিসার যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যা ও গ্রাহক হয়রানি হচ্ছে। এই গ্রাহক হয়রানির সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানান তারা।

বামন্দী সাব-জোনাল অফিসের ডিজিএম কম শামীম হোসেন মিটার রিডার এর ঘাঁড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়িয়ে যান। বামন্দী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবু বিষয়টি মীমাংসা করার আশ্বাস দেন।

ঝিনাইদহে বিজ্ঞান ও কারিগরি ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে বিজ্ঞান ও কারিগরি ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। গতকাল বুধবার দুপুরে শহরতলীর গোপিনাথ পুর এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে এই ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ,

ঝিনাইদহ জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জাসদ নেতা মনিরুজ্জামান রাসেল, মনিরুজ্জামান উজ্জল,

শিক্ষবিদ সদস্য ও সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান উজ্জল, সাংবাদিক শাহানুর আলম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মৌসুমী পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

৭ তারিখ থেকে জেলায় করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ, মেহেরপুরে প্রথম ধাপে দেওয়া হবে ৬ হাজার

মেহেরপুরসহ সারা দেশে আগামী ৭ ফেব্রয়ারি জেলায় জেলায় করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগের উদ্বোধন করা হবে। প্রথম ধাপে মেহেরপুরে ৬ হাজার জনকে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন। জেলার তিন উপজেলায় ইতিমধ্যে ১৬ টি করোনা ভ্যাকসিন বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে।

এর মধ্যে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ৮টি, সিভিল সার্জনের সংরক্ষিত ২টি, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩টি ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩টি। ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে অগ্রাধিকার পাবে করোনা প্রতিরোধে সম্মুখ যোদ্ধারা, মুক্তিযোদ্ধারা ও সাধারণ মানুষের ভিতর ৫৫ বছরের উর্দ্ধে যারা আছেন।

বুধবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এস কথা জানান জেলা প্রশাসক ড. মোহম্মদ মুনসুর আলম খান। তিনি আরও বলেন, ৬ হাজারের বেশি যদি চাহিদা থাকে তবে আমরা পরবর্তিতে আরও চাহিদা পাঠাবো। করোনা ভ্যাকসিন নিতে www.surkkha.gov.bd এই ওয়েবসাইট থেকে রেজিট্রেশন করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দিন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভ্যানসিন নেওয়া নিয়ে যে সমস্ত অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি পক্ষ এটা ভিত্তিহীন। ইতিমেধ্য বাংলাদেশে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কোন ধরণের পাশ^প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

জন সাধারনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা নির্ভয়ে ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। প্রথম ধাপে আমরা ১২ হাজার ডোজ পেয়েছি। একজন মানুষকে ২টি করে ডোজ প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম ভ্যাকসিন নেওয়ার ৪ সপ্তাহ পর আবার দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী। করোনার ভ্যানসিন নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদ, ভোরের কাগজ প্রতিনিধি এম এফ রুপক সহ দুই প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকগন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে উদ্যোক্তা এসোসিয়েশন এর কমিটি গঠন

উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (বিডা) বাংলাদেশ এর সৌজন্যে মেহেরপুর জেলা উদ্যোক্তা এসোসিয়েশন এর কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল সাড়ে তিন টার সময় যুব ভবনের হল রুমে এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

এস এম এনামুল আজিম রাশেদ কে সভাপতি ও মো: হুসাইন ফারুক কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা উদ্যোক্তা

এসোসিয়েশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মো: সরোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: শরিফুল ইসলাম (পলাশ), অর্থ সম্পাদক মো: আমজাদ হোসেন,
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: মোস্তাফিজুর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো: আব্দুল আলিম,

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: মুরাদ আলী, দপ্তর সম্পাদক মো: আছাদুজ্জামান, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো: রফিকুল ইসলাম, মো: আতিকুজ্জামানসহ ১৩ জন কে নিবাহী সদস্যসহ মোট ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরের কৃষি হবে যান্ত্রিক কৃষি জেলা প্রশাসক

উৎপাদন খরচ হ্রাস ও বেশি ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা এই প্রথম শুরু হয়েছে যন্ত্র দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে বাথানাপাড়া মাঠে ৫০ একর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনছুর আলম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, খোরপোষ কেন্দ্রিক কৃষি থেকে আজকের কৃষি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক কৃষি। মেহেরপুর জেলা কৃষি নির্ভর ও কৃষি উন্নত জেলা।

এ জেলার প্রতি ইঞ্চি মাটিই কৃষকরা কাজে লাগাই ফসল উৎপাদনে। বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। কৃষিতে সরকারিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনা দিচ্ছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি হলে জেলার কৃষকরা একদিন আর্থিক ভাবে সাবলম্বি হবে।

এ বিষয়টি মাথায় রেখে এবং অল্প সময় ও কম খরচে কৃষকরা যেন তাদের ফনল উৎপাদন করতে পারে তার জন্য কৃষকদের মাথে ট্রান্সপ্লান্টার

মেশিন কৃষকদের দেয়া হচ্ছে। এ মেশিন কৃষকরা পেয়ে অনেকটাই আনন্দের সাথে গ্রহন করেছেন। আগামীর কৃষি হবে যান্ত্রিক কৃষি।

বুধবার দুপুরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ,রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু।

২০২০-২১ রবি মৌসূমে সরকারের প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনীর আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস। যন্ত্র দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম সাড়া ফেলেছে এলাকার কৃষকদের মাঝে।

অনুষ্ঠানে এলাকার কৃষাণ কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফসলি জমি নষ্ট করে পুকুর খনন, মাটি বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ইট ভাটায়

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লংঘন করে এলাকার প্রভাবশালীরা নির্বিঘেœ ফসলি উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খননের নামে ব্যাপক হারে মাটি উত্তোলন করছে। ফলে এলাকার সাধারণ জমির মালিকেরা চরমভাবে হতাশ। ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার পর তা পরিবহনের জন্য পাকা ও কাঁচা সড়ক ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটি বোঝাই যন্ত্রদানব ট্রাক্টর চলাচল করার কারণে রাস্তায় মাটি পড়ে তা অন্যান্য যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আর সড়কগুলো নষ্ট হওয়ায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ।

প্রশাসনের নাকের ডগায় অবৈধ্য ভাবে ফসলি জমির মাটি সাবাড় করলেও জোরালো কোন পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে জেলা জুড়ে চলছে অবৈধ মাটি উত্তোলন।

এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খনন করায় খাদ্য ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। মেহেরপুর সবজি চাষ খ্যাত একটি জেলা। সবজির পাশাপাশি সব ধরনের ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। বছরের প্রায় সব সময় পাওয়া যায় সবজি। জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি চাষ। তবে আশঙ্কাজনকহারে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, প্রত্যেক দিন ৮০ থেকে ১০০ গাড়ি মাটি উত্তোলন করে সেই মাটি ট্রাক্টর দিয়ে বহন করে নেওয়া হচ্ছে আশেপাশের বিভিন্ন ভাটায়। মাটি কাটার কারণে আমাদের ফসলি জমিগুলো বিনষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া মাটি বহনের সময় যে পরিমান ধুলো উড়ছে তাতে করে রাস্তাতে চলাচল করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ছে। রাস্তাগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ধুলোতে যেমন নষ্ট হচ্ছে আশেপাশের পরিবেশ আবার ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা।

তারা আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করে দিনরাত বিরতিহীন মাটি খনন করেই চলেছে। এভাবে মাটি কাটা চলতে থাকলে আমাদের জমিসহ আশেপাশের জমি ভেঙ্গে যাবে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের কাউসার গোভীপুর-হরিরামপুর সড়কের পাশে জমির মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছেন।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে প্রায় দশ বিঘা জমির মাটি কেটে মোটা টাকার বিনিময়ে ইটভাটায় বিক্রি করছেন জমির মালিক বাড়িবাকা গ্রামের বাবু হাজী।

এছাড়াও বাড়িবাকা গ্রামে বিপ্লব নামের এক ব্যক্তি একই কায়দায় মাটি বিক্রি করছেন ভাটায়। এলাকায় যেন পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। কৃষকরা না বুঝে যেমন হারাচ্ছেন তাদের উর্বর ফসলি জমি, অন্যদিকে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন এক শ্রেণির প্রভাবশালী মাটি ব্যসায়ীরা।

কুমারখালীতে ঢাকা ম্যারাথন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]